০২-০৬-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - " মোস্ট সুইটেস্ট" বাবা এই তিক্ততার দুনিয়াকে পরিবর্তন করে মিষ্টি করে তোলেন। তোমাদেরও মিষ্টি বাবা আর বর্সাকে স্মরণ করে খুব মিষ্টি হতে হবে"

প্রশ্ন :- নিজেকে পারফেক্ট করে তোলার জন্য বাবা কোন্ কোন্ যুক্তি শুনিয়েছেন ?

উত্তর :- নিজেকে পারফেক্ট করে তোলার জন্য সততার সঙ্গে নিজেকে যাচাই কর : -
১ - আমার মধ্যে এখনও কি কি দোষত্রুটি রয়েছে ?
২ - সারাদিন মনসা, বাচা, কর্মণা দ্বারা কাউকে দুঃখ দিচ্ছি না তো ?
৩ - বাবাকে স্মরণ করে শক্তি নিয়ে ভিতরে জমে থাকা ভুতেদের বের করে দেবার পুরুষার্থ কি করছি ?
৪ - অন্যদের সেবা করার সাথে সাথে কি নিজের সেবাও করছি ?
৫ - কতটুকু সময় বাবার স্মরণে থেকে পরম সুখের অনুভূতি লাভ করি ? কতখানি সতোপ্রধান হতে পেরেছি ?

ওম্ শান্তি । বাবা বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করছেন মিষ্টি বাচ্চারা, ভবিষ্যতে নিজের পুরুষোত্তম (শ্রেষ্ঠত্ব, অমূল্য) মুখ কি দেখতে পাচ্ছ ? পুরুষোত্তম (শ্রেষ্ঠ, পবিত্র) শরীর কি দেখতে পাও? বুঝতে পেরেছ যে আমি, ভবিষ্যতের নতুন সত্যযুগী দুনিয়াতে এই (লক্ষ্মী নারায়ণ) এর বংশে আসব অর্থাত্ সুখধামে যাব বা পুরুষোত্তম হব । স্টুডেন্টস যখন পড়াশোনা করে বুদ্ধিতে থাকে যে, আমি অমুক হব ; তোমরাও জানো যে আমরা বিষ্ণু রাজবংশে যাব, কেননা বিষ্ণুর দুই রূপ লক্ষ্মী নারায়ণ । এখন তোমাদের হল অলৌকিক বুদ্ধি, আর কারও বুদ্ধিতে এই অলৌকিকতা ঢুকবে না। এখানে তোমরা জান আমরা প্রকৃত শিবপিতার সাথে বসে আছি । উঁচু থেকে উঁচু (শ্রেষ্ঠ, সর্বোচ্চ) বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন । উনি হলেন ভীষণ মিষ্টি, ওঁনার মতো মিষ্টি বাবাকে আন্তরিকতার সাথে স্মরণ করা উচিত, কেননা বাবা বলেন, বাচ্চারা আমাকে স্মরণ করলেই তোমরা পুরুষোত্তম হবে আর জ্ঞান রত্ন ধারণ করলে ভবিষ্যতে ২১ জন্মের জন্য পদমপতি হতে পারবে । যেমন বাবা তেমনই তাঁর আশীর্বাদ । বর প্রাপ্তি হবে মিষ্টি মিষ্টি প্রেমিকাদের অথবা মিষ্টি মিষ্টি বাধ্য সন্তান যারা হবে । মিষ্টি বাচ্চাদের দেখে বাবা খুশি হন ।

বাচ্চারা জানে এই সৃষ্টি রূপী নাটকে সবাই পার্ট বাজাচ্ছে । বেহদের বাবাও এই অনন্ত ড্রামায় তোমাদের সম্মুখে পার্ট বাজাচ্ছেন। মিষ্টি বাবার মিষ্টি বাচ্চারা নিজেদের মিষ্টি বাবার সম্মুখে দেখছে । আত্মাই এই শরীরের অরগ্যান্স দ্বারা একে অপরকে দেখে, সুতরাং তোমরা হলে সুইট বাচ্চা। বাবা জানেন আমি বাচ্চাদের অনেক মিষ্টি বানাতে এসেছি । লক্ষ্মী নারায়ণ কতো মিষ্টি তাই না! এনাদের রাজধানীও মিষ্টি, তেমনই মিষ্টি প্রজারা । যখন মন্দিরে যাও তখন ওনাদের কতো মিষ্টি লাগে দেখতে, কোথাও মন্দির খুললে আমরা মিষ্টি দেবতাদের দর্শন করি । দর্শনকারীরা বোঝে যে, এনারাই স্বর্গের মালিক ছিলেন । শিব মন্দিরে কতো মনুষ্য যায়, কেননা তিনি হলেন মিষ্টি থেকে মিষ্টির, ঐ মিষ্টি শিববাবার কত মহিমা করা হয় । তোমাদেরও খুব মিষ্টি হতে হবে । সবচেয়ে মিষ্টি বাবা তোমরা বাচ্চাদের সম্মুখে ছদ্মবেশে এসে বসেছেন । ওঁনার মতো মিষ্টি আর কেউ নেই, বাবা যেন মিষ্টির পাহাড়। সুইট বাবা এসেই এই তিক্ত দুনিয়াকে পরিবর্তন করে মিষ্টি করে তোলেন। বাচ্চারা

জানে মিষ্টি বাবাই আমাদের খুব মিষ্টি বানাচ্ছেন, অবিকল নিজের মতো করে তৈরি করেন । যে যেমন হবেন সেরকমই বানাবেন তাই না! সুতরাং এমন মিষ্টি হওয়ার জন্য মিষ্টি বাবা আর মিষ্টি বর্সাকে স্মরণ করতে হবে । বাবা বারবার বাচ্চাদের বলছেন মিষ্টি বাচ্চারা, নিজেকে অশরীরী মনে করে আমাকে স্মরণ কর, আমিও প্রতিজ্ঞা করছি স্মরণেই তোমাদের সব দুঃখ যন্ত্রণার অবসান হবে । তোমরা চির হেল্দি আর ওয়েল্দি হয়ে যাবে । তোমরা খুব মিষ্টি হয়ে উঠবে । আত্মা মিষ্টি হলে, শরীর ও মিষ্টি (পবিত্র) পাবে । বাচ্চাদের এই নেশাতেই থাকা উচিত যে আমি মোস্ট বিলাভেড বাবার সন্তান, সুতরাং আমাকে বাবার শ্রীমতে চলতে হবে । অতি প্রিয় মিষ্টি বাবা আমাদের মিষ্টি করে গড়ে তুলছেন । বাবা বলেন, তোমাদের মুখ থেকে যেন সবসময় জ্ঞান রত্ন বেরোয় । কোনও কটু কথা যেন না বেরোয় । যত মিষ্টি হতে পারবে ততই বাবার নাম উজ্জ্বল হবে তোমরা বাবাকে ফলো করলে অন্যরাও তোমাদের ফলো করবে। বাবা তো শিক্ষকও তাই না ! শিক্ষক যখন নিশ্চয়ই বাচ্চাদের শিক্ষা দেবেন । বাচ্চারা স্মরণের চার্ট তৈরি করে নিজেদের কাছে রাখ । যেমন ব্যাপারীরা রাতে তাদের একাউন্ট্ চেক করে । তোমরা ব্যবসায়ীরাও বাবার সাথে কত বড়ো কারবার করছ । যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই অগাধ সুখ প্রাপ্তি করবে । সতোপ্রধান হবে। প্রতিদিন নিজেকে যাচাই কর, যেমন নারদকে বলা হয়েছিল নিজেকে দেখ, "লক্ষ্মীকে বিবাহ করার উপযুক্ত কিনা" । তোমাদেরও দেখতে হবে আমি এর উপযুক্ত কিনা, যদি না হই তবে আমার মধ্যে কি কি দোষত্রুটি এখনও রয়েছে ? কেননা তোমরা বাচ্চাদের পারফেক্ট হতে হবে । বাবা এসেইছেন পারফেক্ট করে তুলতে । সততার সঙ্গে নিজেকে যাচাই কর যে , আমার মধ্যে কি কি কমজোরি রয়েছে ? যার কারণে বুঝতে পারছি যে উঁচু পদ প্রাপ্তি লাভ করতে পারব না । এই ভুতেদের (অবগুণ) তাড়াবার যুক্তি বাবা তো বলতেই থাকেন । বাবা বসে সব আত্মাদের দেখেন, কারও কমজোরি দেখলেই বাবা তাকে কারেন্ট (শক্তি) দিয়ে বিঘ্ন থেকে মুক্ত করেন । যত বাবার সহযোগী হয়ে বাবার মহিমা করবে ততই ভুত পালাতে থাকবে আর খুশি অনুভব করতে পারবে, তাই সম্পূর্ণ রূপে নিজেকে যাচাই কর । সারাদিন মনসা, বাচা , কর্মণা দ্বারা কাউকে দুঃখ দাওনি তো ? সাক্ষী হয়ে নিজের চলন (আচরণ) দেখতে হবে। অন্যদের চলন ও দেখতে পার কিন্তু প্রথমে নিজের চলন দেখতে হবে । শুধু অন্যের চলন দেখলে নিজেরটা ভুলে যাবে । প্রত্যেককে নিজের সার্ভিস (সেবা) করতে হবে । অন্যকে সার্ভিস দেওয়া মানেই নিজেকে সার্ভিস দেওয়া। তোমরা শিববাবার জন্য সার্ভিস করনা । শিববাবার তো আসেন তোমাদের সার্ভিস দিতে ।

মিষ্টি বাচ্চারা তোমরা মূল্যবান হীরা তৈরি হও। মূল্যবান হীরার অলঙ্কার সুরক্ষার জন্য ব্যাঙ্কে রাখা হয় । তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারাও হলে মূল্যবান হীরা, যারা শিববাবার ব্যাঙ্কের নিরাপদ ছত্রছায়ায় বসে আছ । তোমরা জানো দুনিয়ার সব মানুষকেই মরতে হবে, কিন্তু তোমরা বাবার নিরাপদ ছত্রছায়ায় থেকে অমর হয়ে যাও । তোমরা কালের উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে চলেছ । শিববাবার হওয়া মানেই সেফ (নিরাপদ) হয়ে গেছ । বাকি উঁচু পদ প্রাপ্তি করতে হলে পুরুষার্থ করতে হবে । দুনিয়াতে মানুষের কাছে যতই ধন দৌলত থাকুক না কেন তা বিনাশ হবেই , কিছুই থাকবে না । তোমরা বাচ্চাদের কাছেও এখন কিছুই নেই, শরীরও নেই । এই শরীর বাবারই দেওয়া । সুতরাং যাদের কাছে কিছুই নেই তাদের কাছেই যেন সবকিছু আছে । তোমরা ভবিষ্যতের নতুন জগতের জন্য বেহদের বাবার সাথে সওদা (চুক্তি) করেছ । তোমরা বলো – বাবা দেহ সহিত যা কিছু নীচতা আছে সব তোমাকে দিয়ে দিলাম, আর ওখানে তোমার কাছ থেকে সবকিছুই নেব। সুতরাং তোমরা নিরাপদ হয়ে গেছ । তোমাদের যা কিছু সব বাবার সিন্দুকে সুরক্ষিত হয়ে গেল । তোমরা

বাচ্চাদের কত খুশি হওয়া উচিত, খুব অল্প সময় আছে তারপর আমরা নিজেদের রাজধানীতে ফিরে যাব। কেউ তোমাদের জিজ্ঞাসা করলে বলবে আমরা তো বেহদের বাবার কাছ থেকে সুখের বর্সা নিচ্ছি । চির হেল্দি ওয়েল্দি হচ্ছি । আমাদের সর্ব মনোকামনা পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে । বাবা জানেন, এই সময় কেউ সম্পূর্ণ নয়, মায়ার সাথে যুদ্ধ তোমাদের শেষ পর্যন্ত চলবে । যুদ্ধ তখনই বন্ধ হবে যখন মহাযুদ্ধ শুরু হবে, তারপরই ফলাফল জানা যাবে । নিজের প্রতি অনেক নজর দিতে হবে । দেখতে হবে কতটা সময় আমরা বাবাকে স্মরণ করি । বাবা জানেন কিছু বাচ্চার তো স্মরণ করার সময় হয়না । বাবা বলেন, আমাকে প্রেমপূর্বক স্মরণ কর, তারপরও স্মরণ না করলে তো এটাই বুঝব সময় নেই । মায়া পুরো গ্রাস করে নেয়, বাবাকে স্মরণ করার সময় দেয়না । স্মরণের যাত্রার উপরই সব নির্ভর করছে । স্মরণেই মায়া বিঘ্ন সৃষ্টি করে, স্মরণ ভুলিয়ে দেয়, তাই বাবা বুঝিয়ে বলেন মিষ্টি বাচ্চারা, দেহী অভিমানী হও । যোগের শক্তি সঞ্চয় করে যদি কাউকে কিছুটা বোঝাও তাহলেও ঝট করে অনুভব হবে । যার তীর লাগবে সে একেবারেই ঘায়েল হয়ে যাবে । প্রথমে ঘায়েল হবে তারপর বাবার হয়ে যাবে । আন্তরিক ভাবে বাবাকে স্মরণ করলে বাবাও চেষ্টা করেন । কেউ কেউ তো একদমই স্মরণ করে না, বাবার করুণা হয় তাদের প্রতি, তবুও বাবা বলেন, উন্নতি লাভ করতে থাকো। পূর্ববর্তী নম্বরে এগিয়ে যাও । যত উঁচু পদ পাবে ততই কাছে এগিয়ে যাবে আর অনন্ত সুখ অনুভব করবে । পতিত পাবন তো এক বাবা-ই, সুতরাং এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । শুধু বাবা নয়, সাথে সুইট হোমকেও স্মরণ করতে হবে, সুইট হোমের সাথে ঐশ্বর্য সম্পদও চাই, তাই স্বর্গ ধামকেও স্মরণ করতে হবে । পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। যতটা সম্ভব অন্তর্মুখ হতে হবে । বেশি কথা না বলে শান্ত হতে হবে । বাবা বাচ্চাদের শিক্ষা দেন যে, বাচ্চারা অশান্তি ছড়িও না । নিজের গৃহস্থ পরিবারে শান্তিপূর্ণ ভাবে বাস কর, অন্তর্মুখ হয়ে থাক । মধুর বাক্য বলো, কাউকে দুঃখ দিও না, ক্রোধ কোরো না । ক্রোধের ভুত থাকলে স্মরণ হবে না । বাবা কত মিষ্টি, তাই বাচ্চাদের বোঝান অতি মিষ্টি হও, বারমুখো নয়, অন্তর্মুখী হও । বাবার মতো প্রিয় আর পবিত্র হতে হবে । আন্তরিকতার সাথে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । বাবা তুমি আমার জীবনে অদ্বিতীয় । বাবার মতো প্রিয় আর কেউ নেই । তোমরা প্রত্যেকে হলে ঐ এক মাশুকের আশিক । সুতরাং ঐ মাশুককেই স্মরণ করতে হবে । বাবা বলেছেন, শরীর ধারী আশিক - মাশুক (প্রেমিক, প্রেমিকা) কেউ একসাথে থাকে না, একবার দেখা হলো ব্যাস্ । এমনটা নয় যে, তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় । বাবা বলেন, মিষ্টি বাচ্চারা মামেকম্ স্মরণ করলে জীবন তরী পার হয়ে যাবে । যে মিষ্টি বাবার দ্বারা আমরা হীরা হয়ে উঠি, সেই বাবার প্রতি কতটা ভালবাসা থাকা উচিত । বাবার স্মরণে একাত্ম হলে অন্তর্মন একদম শীতলতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠা উচিত, রোমাঞ্চিত হওয়া উচিত । যা কিছু দোষত্রুটি আছে সব শেষ করে ডায়মন্ড হয়ে উঠতে হবে । একটুও কমতি যদি থাকে মূল্য কমে যাবে । নিজেকে মূল্যবান হীরে তুল্য করে তুলতে হবে । বাবাকে স্মরণ করার কথা ভুলে না গিয়ে আরও স্মরণের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠা উচিত । বাবা বাবা বলে তাঁর স্নেহে লীন হয়ে যাও । তোমরা বাচ্চাদের এটাও নিশ্চয় আছে যে, বেহদের বাবার দ্বারাই আমরা স্বর্গের মালিক হতে যাচ্ছি । স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য অপার খুশি অনুভব হয় । বাবা বসে বাচ্চাদের দেখেন যে, এর মধ্যে কি কি গুণ আছে আর কি কি অবগুণ আছে ? বাচ্চারাও জানে আর তাই বাবা বলেন, নিজেদের দোষত্রুটি নিজেরা লিখে নিয়ে এসো । সম্পূর্ণ তো কেউ হয়নি, কিন্তু হতে হবে । কল্প কল্প ধরে হয়েছ । বাবা বোঝান প্রধান দুর্বলতা হল দেহ অভিমানের । দেহ অভিমানই বিঘ্ন সৃষ্টি করে, এগোতে দেয়না, তাই এই শরীরকে ভুলতে হবে । এই পুরানো শরীর ছেড়ে যেতে হবে । দৈবী গুণও এখানেই ধারণ করতে হবে । যেতেই যখন হবে অবশিষ্ট দাগটুকুও যেন না থাকে । তোমরা হীরে

তুল্য হতে যাচ্ছ সুতরাং কি কি দাগ আছে তা তোমরা জান । ঐ হীরে থেকে দাগ তো বের করা যাবে না কারণ ওটা হল জড় বস্তু, তাই তাকে কাটতে হয় । তোমরা হলে চৈতন্য হীরে তাই যেটুকু দাগ আছে তাকে মিটিয়ে দিয়ে দাগহীন হতে হবে । দাগ না মেটালে মূল্য কম হয়ে যাবে । তোমরা চৈতন্য হওয়ার কারণে দাগকে মিটিয়ে ফেলতে পার । তোমরা বাচ্চারা এই অবিনাশী পার্ট অক্লান্ত হয়ে বাজাতে সক্ষম, কখনও ক্লান্ত হওনা । তোমরা জান আমরা অসংখ্য বার এই চক্রে এসেছি । কত আশ্চর্যজনক খেলা । এই আশ্চর্যজনক খেলাকে বুঝতে পারলে কত খুশি অনুভব হয় । ঐ খেলা (হদের) দেখে শুধুই খুশি হওয়া যায়, প্রাপ্তি হয়না কিছুই ।
এই খেলাকে বুঝে তোমরা খুশিও হও আর বিশ্বেরও মালিক হও । আর তাই বাবা রোজ বোঝান যে, মিষ্টি বাচ্চারা দেহী-অভিমানী হও । এই শরীরে থেকেও মনে কর এই শরীর আমার নয়, এতো শেষ হয়ে যাবে । আমাকে বাবার কাছে যেতে হবে । দেহী অভিমানী হওয়ার প্রচেষ্টা তোমাদের থাকা উচিত । এই পুরানো শরীরের প্রতি মমত্ববোধ মিটিয়ে ফেলতে হবে । এখন তো ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে । এবার ঘরে ফিরতে হবে । বাচ্চাদের এটাই বুদ্ধিতে থাকা উচিত । সময় তো অনেক বেঁচে যায় । ৮ ঘন্টা কাজকর্ম কর, ৮ ঘন্টা বিশ্রাম নাও বাকি ৮ ঘন্টা বাবার সাথে বার্তালাপ, রুহরিহান করো । রুহানী সেবা করো । মায়ার ভুত ভিতরে থাকলে কখনও সফল হতে পারবে না । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত -পিতা বাপ দাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ আর গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) দেহ সহ যা কিছু দোষক্রটি আছে সব শিববাবার ব্যাঙ্কে জমা করে ভবিষ্যতের জন্য বেহদের সুখের বর্সা নিতে হবে ।

২) বেদাগ হীরা হওয়ার জন্য অন্তর্মুখী হয়ে দেহ অভিমানের মমত্ববোধ মিটিয়ে ফেলতে হবে । অশান্ত হয়ে অশান্তির প্রকম্পন প্রবাহিত করা উচিত নয় ।

বরদান :--- স্ব-ইচ্ছা আর দৃঢ় সংকল্প দ্বারা এক মুঠো দিয়ে পদমগুণ নিতে সমর্থ সুকৌশলী (চতুরসুজান, সব চেয়ে চালাক) ভব

সুকৌশলী বাচ্চারা মাটি মিশ্রিত শুকনো একমুঠো চাল দিয়ে পদমগুণ ভাগ্য নির্মাণ করতে সমর্থ । একমুঠো চালের বিনিময়ে সর্ব শক্তি, সর্ব খাজানা, সম্পদ, ৩৬ প্রকারের ভিন্নতর প্রাপ্তি লাভ করে। কিছু বাচ্চা আছে যারা দেওয়ার সময় সুদামার মতো বগলে লুকিয়ে রাখে । বাবা জোর করে বের করে নিতে পারেন কিন্তু জোর করে নেওয়ার বিনিময়ে তেমন কিছু প্রাপ্তি হয়না, আর তাই স্ব-ইচ্ছা আর দৃঢ় সংকল্প দ্বারা এক দিয়ে পদমগুণ নাও, একেই বলে কুশলতা বা চতুর বুদ্ধি । এই দানেই কল্যাণ লুকিয়ে আছে ।

স্লোগান :-- সাক্ষী রূপে সব কিছুর থেকে আলাদা হয়ে (ন্যারা) প্রতিটি খেলাকে দেখতে সমর্থরাই সাক্ষী দ্রষ্টা হয়।